শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা
(সাধারণ শাখা)
www.netrokona.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৫.৭২০০.০০৫.১৬.১০১.১৬- ৪১৭ তারিখঃ ১৮ আগস্ট ২০২১

বিষয়ঃ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রকাশের তথ্য।

সূত্রঃ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ময়মনসিংহ-এর স্মারক নং-০৫.৪৫.০০০০.০১১.১৮.০৩১.১৮.২৭৬, তারিখ-০৮ আগস্ট ২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রকাশের জন্য সংযুক্ত ছকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এসাথে সবিনয় প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ৩২ (বত্রিশ) ফর্দ।

১৮।০৮।২০২১

(কাজি মোঃ আবদুর রহমান)
জেলা প্রশাসক
নেত্রকোণা।
ফোনঃ ০৯৫১-৬১৫১১
E-mail:dcnetrokona@mopa.gov.bd

বিভাগীয় কমিশনার
ময়মনসিংহ বিভাগ
ময়মনসিংহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১
প্রকাশের তথ্য

বার্ষিক প্রতিবেদন

১। ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি:

ক্রম	কাজ/ সেবা	২০২০-২১ অর্থ বছরের সম্পাদিত কাজ/সেবা
১.	জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা	আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২.	আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত জেলা কোর কমিটির মাসিক সভা	আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত জেলা কোর কমিটির ০৭ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৩.	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসির মাসিক সভা	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসির মাসিক ১২ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৪.	চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক ঘটনা অবহিতকরণ	চাঞ্চ্যকর ও লোমহর্ষক ০৪টি ঘটনার বিষয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলায় চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক ঘটনা ঘটলে কার্যকরী/জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে লিখিত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।
৫.	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গুলি বর্ষণের বিষয়ে নির্বাহী তদন্ত।	২০২০-২১ অর্থবছরে নেত্রকোণা জেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গুলি বর্ষণের কোনো ঘটনা ঘটেনি।
৬.	সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর বিধানমতে মামলার বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত অভিযোগ পত্র দাখিলের পূর্বানুমোদন।	বাংলাদেশ পুলিশ, জেলা বিশেষ শাখা, নেত্রকোণার ২২/০৪/২০২১ তারিখের ২২৫৭/ই নম্বর স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর বিধানমতে আটপাড়া উপজেলায় ০১টি মামলা রুজু (এফআইআর) এবং তদন্তের লক্ষ্যে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
৭.	সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে মাসিক সভা	সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে মাসিক সভা আয়োজনসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সাথে নিয়মিত সমন্বয় করে কার্যক্রম করা হয়েছে।
৮.	বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক আদালতযোগে দখল প্রদানে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ।	বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক ডিক্রীকৃত ভূমিতে আদালতযোগে দখল প্রদানের জন্য ০৩ জন বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে।
৯.	বৈবাহিক সনদপত্র প্রদান	বিদেশে বসবাসরত ০২ জন বাংলাদেশীর বৈবাহিক সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।
১০.	বিজ্ঞ সরকারী কৌশলীগণের রিটেইনার, দৈনিক ভাতা প্রদান	বিজ্ঞ পিপি, বিশেষ পিপি, অতিরিক্ত পিপি, স্টেইড ডিফেন্স এবং এপিপিগণের রিটেইনার, দৈনিক ভাতা বাবদ =২৭,৬৩,২৫০/- (সাতাশ লক্ষ তেষট্টি হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।
১১.	বিভিন্ন আইনের আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত	মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনার সংখ্যা=১,৬২৩টি, মামলার সংখ্যা-৪,৯৯৭টি, জরিমানা আদায়ের পরিমান=৮৬,৭১,৩৯০/-টাকা, কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামী-১২২ জন।
১২.	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সম্মানী ভাতা প্রদান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রসিকিউশন, বেঞ্চ সহকারি, অফিস সহকারী ও অফিস সহায়কগণকে ১৭,৯৯,৯০০/- (সতের লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত) টাকা প্রদান করা হয়েছে।
১৩.	এসিড, সালফার এর লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন ও এসিডের অপব্যবহার রোধে কার্যক্রমঃ	এসিডের অপব্যবহার রোধে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২টি সভা আয়োজন করা হয়েছে। এসিড লাইসেন্স গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে এবং লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে এসিড ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবহার না করার জন্য মাইকিং করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে নেত্রকোণা জেলার ১৮টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। শতভাগ এসিড লাইসেন্স নবায়নের লক্ষ্যে নোটিশ ইস্যুসহ লাইসেন্স গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হচ্ছে।
১৪.	বিভিন্ন দিবস উদযাপন	০৯ ডিসেম্বর ২০২০ রোকেয়া দিবস ও আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উদযাপন,স্থান-কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার,নেত্রকোণা।
১৫.	চোরাচালান টাস্কফোর্স সভা	১২ টি
১৬.	নারী ও শিশু পাচার সংক্রান্ত সভা	১২ টি
১৭.	যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সভা	১২ টি
১৮.	বাল্য বিবাহ বন্ধ/প্রতিরোধের সংখ্যা	৭৭ টি।
১৯.	যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে	১৩ টি উপজেলায় ওয়ার্ড ভিত্তিক- ৩২৭ উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ১৩,১৩৭ জন নারী ও পুরুষকে যৌতুকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।
২০.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৩ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ।
২১.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আদেশে বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে কারা বন্দিদের মুক্তি	বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে কোনো বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়নি।
২২.	লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুতের সময় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ	লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুতের ০২ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেয়া হয়।
২৩.	কারাগারে বন্দীদের প্যারোলে মুক্তি	কাউকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয়নি।
২৪.	লাশ ময়নাতদন্তের পরিবহন ব্যয় বাবদ অর্থ প্রদান	২,৯০,৯০০/- (দুই লক্ষ নব্বই হাজার নয়শত) টাকা
২৫.	ধূমপান ও তামাক বিরোধী বিজ্ঞাপন প্রচার	২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা
২৬.	পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন।	২০২০-২১ অর্থ বছরে নেত্রকোণা জেলার ০৫ টি পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন ও ০৭টি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদের উপ-নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করণে সমন্বয় করা হয়েছে।

২৭.	নেত্রকোণা জেলায় কর্মরত দফাদার, মহল্লাদার (পুরুষ), মহল্লাদার (মহিলা) ও গ্রামপুলিশের মাঝে পোষাক ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়।	২০২০-২১ অর্থ বছরে পোষাক ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ক্ষেত্র বরাদ্দ ৭৫,০০,০০০.০০/-(পচাত্তর লক্ষ) টাকা।
২৮.	গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।	২০২০-২১ অর্থ বছরে এ জেলায় 'গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জন সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশ গ্রহণে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন' বিষয়ে জেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালত বিষয়ক ০১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২৯.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সম্পূর্ণ ওয়াই ফাই এর আওতায় আনা ।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সম্পূর্ণ ওয়াই ফাই এর আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন সরকারি কাজ মোবাইল এবং ল্যাপটপের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
৩০.	দ্রুত গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট আনয়ন।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নথি সিস্টেম, ই-মেইল, ফেসবুকের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান ইত্যাদি কর্মকান্ডে প্রতিনিয়ত ইন্টারনেট ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্টারনেট সংযোগ নিরবিচ্ছিন্ন এবং দ্রুত গতি নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মাইক্রোটিক রাউটার স্থাপন করা হয়েছে।
৩১.	ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন।	আইসিটি বিভাগ থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগনের কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
৩২.	নেত্রকোণা জেলাকে ভিক্ষুকমুক্তকরণ।	নেত্রকোণা জেলাকে ভিক্ষুকমুক্তকরণের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ জেলার প্রতিটি উপজেলায় ভিক্ষুকদের জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি চলতি হিসাব খোলা হয়েছে। নেত্রকোণা জেলাধীন ১০টি উপজেলায় ৩৯৫৬ জন ভিক্ষুকের নামের তালিকা করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে জুন-২০২১ মাস পর্যন্ত ১৩৮ জন ভিক্ষুককে পুর্ণবাসন করা হয়েছে। ১৩৮ জন ভিক্ষুককে পুর্ণবাসন করতে ১৫,৭৯,৬৮৫.০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।
৩৩.	ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপন	১২/১২/২০ তারিখে ৪র্থ "ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০" উদযাপন উপলক্ষ্যে নেত্রকোণা জেলা পর্যায়ে অনলাইন প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে 'ডিজিটাল মেলা ২০২০' এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কিত সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ রচনা, উপস্থিত বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন।
৩৪.	নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।	১০টি উপজেলায় নারী সংলাপ আয়োজন, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরীসহ সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।
৩৫.	জেলা প্রশাসনের কাজে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা আনয়ন।	এপিএ, ই-নথি, আরটুআই, জিআরএস, সিটিজেন চার্টার, এনআইএস প্রভৃতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের কাজে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা আনয়ন করা হচ্ছে।
৩৬.	দ্রব্যমূল্য ও ভেজাল নিয়ন্ত্রণ:	• জেলা পর্যায়ে চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, সিটি করপোরেশন, সকল ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সাপ্তাহিক /পাক্ষিক সভা করা হচ্ছে। • বাজার কর্মকর্তা পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ পূর্বক মূল্য তালিকা সংগ্রহ করে তা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ময়মনসিংহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটিশ আকারে সংশ্লিষ্ট সকলকে তা সরবরাহ করা হচ্ছে। • প্রতিদিন নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রি হচ্ছে কি না তা ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মনিটরিং করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। • সকল বাজার ও দোকানে মূল্য তালিকা নিশ্চিত করা হয়েছে। • পাইকারী মালামাল এর ক্ষেত্রে আন্ত:জেলা বা উপজেলায় যোগাযোগ করে সিন্ডিকেট ধরা হয়েছে, যেমন চালের মূল্য যখন বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তখন জেলা প্রশাসক ঢাকা মহোদয়কে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে এবং একযোগে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। • মাংস, কাচামাল সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। • সকল বাজারের কমিটির সাথে মিটিং করে এই দুর্যোগকালিন সময়ে তাদের নির্ধারিত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। • মসল্লাজাতীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য ঠিক রাখতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা হয়েছে। • দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সকল উপজেলার প্রায় প্রতিটি বাজার সমিতির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের সাথে ইউএনও/ এসিল্যান্ডগণদের যোগাযোগপূর্বক মূল্যতালিকার বোর্ড স্থাপনের উদ্যোগ নিশ্চিত করা হয়েছে । • ১৩ উপজেলার সকল বাজারের প্রায় প্রতিটি দোকানে বর্তমানে মূল্যতালিকার বোর্ড দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হচ্ছে।
৩৭.	করোনা সংকটকালীন সময়ে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ:	করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড- ১৯) এর সংক্রমণ প্রতিরোধে মাস্ক পরিধান ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণসহ মোবাইল কোর্ট আইনে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৪৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৩০৮৩টি মামলা, ২১,২৫,৭৯০/- টাকা জরিমানা আদায়সহ ৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।
৩৮.	স্থায়ী প্রচারণা কেন্দ্র	নেত্রকোণা শহরের মগড়া ব্রীজ সংলগ্ন স্থায়ী প্রচার কেন্দ্র থেকে এনজিওস্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং , সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলকপ্রচারণা চালনা হচ্ছে।
৩৯.	উইমেন্ট কর্ণার	বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিব উইমেন্স কর্ণার স্থাপনের মাধ্যমে ১০০ জন নারীকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
৪০.	জনসচেতনতা তৈরি	১. করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধকল্পে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে গরু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য 'নেত্রকোণা ক্যাটেল মার্কেট' নামে অনলাইন প্লাটফরম চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্লাটফরম সকলের মাঝে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। এই অনলাইন প্লাটফরমের মাধ্যমে ৭৪৫টি কোরবাণীর পশু

		বিক্রয় করা হয়েছে। যার মূল্য ৫কোটি টাকার বেশি। ২. করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধকল্পে গৃহীত জনসচেতনতা কার্যক্রমসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নেত্রকোণা জেলা শহরকে ১৩টি পয়েন্টে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক পয়েন্টেই একজন বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটএনজিও কর্মী ও ,শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য-এর নেতৃত্বে আইন- স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিধি নিষেধ পরিপালনে দায়িত্ব পালন করেন। ৩. পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করে বিধি নিষেধ বাস্তবায়ন ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সরকারি প্রত্যেক দপ্তরের কর্মকর্তাগণকে ওয়ার্ড কমিটির কার্যক্রম মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ৪. করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নেত্রকোণা জেলার প্রবেশমুখে মগড়া ব্রীজ মোড় সংলগ্ন এলাকায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থায়ী প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্র থেকে প্রত্যেক দিন সকাল ৯.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রচারণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে শিডিউল তৈরি করে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৫. করোনা ভাইরাসের বিস্তার প্রতিরোধে শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মী, সাহিত্য সমাজের প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে সচেতনতামূলক গান, কবিতা, সংলাপ, নাটিকা প্রভৃতি রচনা করে নেত্রকোণা শহরের বিভিন্ন জনবহুল স্থানে ব্যতিক্রমী প্রচারণা চালানো হয়। পাশাপাশি সরকারি নির্দেশনা প্রচার করা হয়। এ প্রচারণা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বহুল প্রশংসিত হয়। এ কার্যক্রমে নেত্রকোণা শহরের ২০টি সামাজিকসাংস্কৃতিক সংগঠন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। -ধারণকে মাস্ক ব্যবহারে উৎসাহিত করার কাজ করা একইভাবে সকল উপজেলায় প্রচারণা করে জনসা হয়। ৬. দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলার কাঁচা বাজারগুলো উন্মুক্ত স্থানে স্থানান্তর করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্রয় বিক্রয় নিশ্চিত করা হচ্ছে। ৭. মাস্ক ব্যবহারে সকলকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। হাটকরে এ বাজারে প্রত্যেকে যেন মাস্ক পরিধান-লক্ষ্যে প্রত্যেক দোকানে মাস্ক পয়েন্ট করা হয়। ৮. বিগত ১০ সেপ্টেম্বর সমগ্র জেলায় একদিনে ১ লক্ষ মাস্ক বিতরণসহ এ পর্যন্ত প্রায় ২,০০,০০০মাস্ক তৈরি করে বিতরণ করা হয়েছে । ৯. বর্তমান চলমান সেকেন্ড ওয়েভে আরো লক্ষাধিক মাস্ক জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বিতরণ চলমান রয়েছে। জনসচেতনতা (মাইকিং, লিফলেট ইত্যাদি) বৃদ্ধিতে জেলা তথ্য অফিস, নেত্রকোণা পৌরসভা, জেলা পরিষদ, রেডক্রিসেন্ট, স্কাউট সহ নেত্রকোণা জেলার সকল শ্রেণির স্বেচ্ছাসেবীদের অন্তর্ভুক্ত করে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ১০. জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে জেলা পরিষদ পঞ্চাশ হাজার মাস্ক, পঞ্চাশ হাজার বোতল স্যানিটাইজার, সাবান বিতরণ করবে। সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ১১. জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের আওতায় গত ০৪.০৪.২০২১ তারিখে নেত্রকোণা পৌরসভা পাঁচ হাজার পিস হাত ধোঁয়ার সাবান বিতরণ করে। ১২. হাত ধোয়ার জন্য ৪০ টি ওয়াশ পয়েন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে । ১৩. চলমান বিধি নিষেধের সময় এ জেলায় আগমন ও বের হওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। ১৪. নিবিড়ভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। কাঁচাবাজারগুলো উন্মুক্তস্থানে সরিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচালনা করা হচ্ছে। ১৫. গণ জমায়েত বন্ধে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ এর অধিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। ১৬. পুলিশ বাহিনী ও আনসার বাহিনী নিয়মিত টহল দিচ্ছেন। ১৭. স্বাস্থ্য বিভাগ ,পুলিশ বিভাগ , জনপ্রতিনিধী ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সমন্বয় করে কার্যক্রমপরিচালনা করা হচ্ছে। ১৮. ১ম ওয়েভের সময় ১৫০০ লিঃ এবং ২য় ওয়েভের সময় ৪০০ লিঃ হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।
৪১.	ত্রাণ বিতরণ	১. জেলায় মানবিক সহায়তা হিসাবে ৭.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এ টাকা ১,৪৮,৬৪৪ টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ২. জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসাবে ১০১৯.০ মেঃ টন চাল বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত এ চাল ১,০১,৯০০ টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৩. জেলায় শিশু খাদ্য সহায়তা হিসাবে ১৪.০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত এ টাকা ১৪০০ টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৪. জেলায় গো খাদ্য সহায়তা হিসাবে ২২.০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত এ টাকা ২২০০ টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৫. জেলায় শুকনো খাবার হিসাবে ১৩ প্যাকেট খাদ্য পাওয়া যায়। ৬০০, এ খাবার ১৩টি ৬০০, পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৬. পবিত্র ঈদ২. উপলক্ষে ২০২১/ফিতর-উল-৮০ কোটি নগদ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উপজেলায় উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্যউপজেলা পর্যায়ে তা বিতরণ করা হয়েছে। নেত্রকোণা পৌরসভায় , জনের ত্রাণ ৬৫০০ বেদে জনগোষ্ঠীসহ জেলায় ,দুস্থ নারী ,প্রতিবন্ধী ,মটর শ্রমিক ও দোকান কর্মচারী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৭. কোভিড ,ব্যবস্থাপনার আওতায় চলমান বিধি নিষেধের কারণে স্বল্প আয় ১৯-নিম্ন আয় ও দৈনিক

		আয়ের মানুষ যেন খাবারের অভাববোধ না করেসে জন্য তাদের তালিকা করে ত্রাণ বিতরণ চলমান, রয়েছে। ৮. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ত্রাণ বিতরণ ও ওএমএস কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তালিকা প্রনয়ণ করে বিতরণ করা হচ্ছে। ৯. জেলা প্রশাসন কর্তৃক নারীদের কল্যাণার্থে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা উইমেন্স কর্নার নামক ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ঐ ব্যাংক হিসাব থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১০. স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে টিসিবির পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে এবং যথাযথভাবে মনিটরিং করা হয়েছে।
৪২.	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহের সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি ও হয়রানি রোধ এবং জেলা শহরের যাতায়াত করা হতে সময় বাঁচাতে কোর্ট অটোমেশন সিস্টেম (সফটওয়্যার) চালু করা হয়েছে।
৪৩.	বিল/সম্মানী	জুডিসিয়াল মুন্সিখানা শাখা হতে দ্রুততার সাথে বিভিন্ন বিল/সম্মানী প্রদান করা হচ্ছে।
৪৪.	ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি	ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটিকে সক্রিয় করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন অভিযোগ, সমস্যা সমাধানসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে।
৪৫.	মোবাইল কোর্ট	জনগণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে ২০২০-২১ অর্থবছরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ১২৪টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৩৩৪টি মামলায় ১২,২২,২০০/- টাকা জরিমানা আদায় ০১জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।
৪৬.	জেলা প্রশাসন, নেত্রকোণা ও বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগসমূহ প্রচার:	• করোনা সংকট মোকাবেলায় জেলা প্রশাসন এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়েছে। • নেত্রকোণার প্রচারিত ক্যাবল চ্যানেলসমূহের মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়েছে। • জেলা তথ্য অফিসের সহযোগিতায় মাইকিং- এর মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়েছে। • ভ্রাম্যমান আদালতে সহায়তাকারী বাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়েছে।
৪৭.	কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান	২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৯৫৯ টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ৬৩.০১৭৫ একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।
৪৮.	আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় জমিসহ গৃহ নির্মাণ	আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ১ম পর্যায়ে ৯৬০ টি এবং ২য় পর্যায়ে ৯২৫টি গৃহ নির্মাণ করে সর্বমোট ১৮৮৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
৪৯.	খাস জমি উদ্ধার	অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে ১.০৬ একর খাস জমি উদ্ধার করে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।উদ্ধারকৃত সম্পত্তির মূল্য ৬৩,৭৫,০০০/- টাকা।
৫০.	মোট লিজ নথির সংখ্যা	• ১৩৯৪ টি
	মোট দাবী	• ৫৫,১৫,০৬৯/-
	নবায়নকৃত লিজ নথির সংখ্যা	• ৪৬৬ টি
	মোট আদায়	• ৩৮,০২,৭৩০/-
৫১.	মোকদ্দমা ও আদায়	মোট ১৪৪ টি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ১,১৬,৫৩,৮৪৪.৯০ টাকা আদায় করা হয়েছে।
৫২.	ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী	• ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর সনদপত্র প্রদান ৯৫ টি, ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধামন্ত্রীর কার্যালয় হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত ০৫ টি উপজেলার মধ্যে ৮০টি ঘর প্রদান, ৫৪১ জনের মধ্যে ১১ লক্ষ টাকা শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ ও ১০০ জনের মধ্যে ০২ লক্ষ টাকার শিক্ষা উপকরন বিতরন কার্যক্রম। • ০৯ ডিসেম্বর ২০২০ ময়মনসিংহ মুক্ত দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন। • ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চ দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন। • জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫০তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে অনলাইনে প্রতিযোগিতার আয়োজন। • ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে অনলাইনে প্রতিযোগিতার আয়োজন। • ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে অনলাইনে প্রতিযোগিতার আয়োজন। • স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজন করা হয়। • ১৩৮ জন সংস্কৃতিদের মধ্যে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত ২১,৪৯,২০০/- বিতরণ।
৫৩.	মোকদ্দমা	• ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় ০৫ টি এল.এ মোকদ্দমার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। উক্ত মোকদ্দমা সমূহের অধিগ্রহণের বিভিন্ন ধাপের কার্যক্রম চলমান রয়েছে
৫৪.	অনাবাসিক ভবন (মেরামত)	বরাদ্দকৃত ১,০০,০০০.০০ (মাত্র এক লক্ষ) টাকা দিয়ে অফিসের বিভিন্ন কক্ষের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
৫৫.	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (মেরামত)	বরাদ্দকৃত ২,০০,০০০.০০ (মাত্র দুই লক্ষ) টাকা দিয়ে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব উইমেন্স কর্নার (কিছুক্ষণ) ফলস সিলিং ও ওয়াল পেপার স্থাপনের কাজ করা হয়েছে।
৫৬.	স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরী	বরাদ্দকৃত ১০,০০,০০০.০০ (মাত্র দশ লক্ষ) টাকা দিয়ে গরিব, অসহায়, অসচ্ছল ব্যাক্তিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
৫৭.	আসবাবপত্র	বরাদ্দকৃত ৭,০০,০০০.০০ (মাত্র সাত লক্ষ) টাকা দিয়ে অত্র কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখায়

		কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য টেবিল, সোফা, চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।
৫৮.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	বরাদ্দকৃত ৭,০০,০০০.০০ (মাত্র সাত লক্ষ) টাকা দিয়ে অত্র কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ১০টি কম্পিউটার, ০৫টি প্রিন্টার, ০৫টি স্ক্যানার ক্রয় করা হয়েছে।
৫৯.	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	বরাদ্দকৃত ২২,৯৯,৫০০.০০ (মাত্র বাইশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা দিয়ে অত্র কার্যালয়ের জন্য ৬৫ ইঞ্চি ০২টি এলজি টেলিভিশন এবং সম্মেলন কক্ষের জন্য ১০.৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৬.৩ ফুট প্রস্থ এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রীন স্থাপন করা হয়েছে।
৬০.	সার্কিট হাউজে অনাবাসিক ভবন (মেরামত)	বরাদ্দকৃত ১,০০,০০০.০০ (মাত্র এক লক্ষ) টাকা দিয়ে সার্কিট হাউজে বিভিন্ন কক্ষের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
৬১.	সার্কিট হাউজে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	বরাদ্দকৃত ৫,০০,০০০.০০ (মাত্র পাঁচ লক্ষ) টাকা দিয়ে সার্কিট হাউজের জন্য ৪৩ ইঞ্চি এলজি ০৩টি টেলিভিশন ক্রয় ও দুইটি এলজি ফ্রিজ ক্রয় করা হয়েছে।
৬২.	সার্কিট হাউজে আসবাবপত্র	বরাদ্দকৃত ৬,০০,০০০.০০ (মাত্র ছয় লক্ষ) টাকা দিয়ে সার্কিট হাউজের জন্য সোফা, টি টেবিল ও চেয়ার ক্রয় করা হয়েছে।
৬৩.	সার্কিট হাউজ ব্যবস্থাপনা	ভি.আই.পিদের ভ্রমণসূচি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পর্যায়ে আবেদন মোতাবেক কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সার্কিট হাউজে ভাড়া বাবদ ৬৫,৪০০.০০ (মাত্র পয়ষট্টি হাজার চারশত টাকা) আদায় হয়েছে। আদায়কৃত অর্থ যথাযথভাবে চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
৬৪.	পাবলিক হল ব্যবস্থাপনা	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পর্যায়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে পাবলিক হল বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে।
৬৫.	গাড়ী হুকুম দখল ও রাষ্ট্রাচার	বিভিন্ন দিবস উদযাপন, আইন শৃংখলা রক্ষা ও রাষ্ট্রাচার ব্যবস্থাপনার জন্য চাহিদাকৃত মেয়াদে গাড়ী হুকুম দখল করা হয়ে থাকে।

২। ২০২১-২২ অর্থবছরের কমর্পরিকল্পনা:

১. রাজস্ব প্রশাসনের আওতায় শূন্য পদে জনবল নিয়োগ।
২. ভূমি উন্নয়ন কর এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিকরণ।
৩. ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান ।
৪. নদী দূষণ প্রতিরোধ করা ,নদ-নদী-খাল অবৈধ দখল মুক্ত করা ।
৫. জলমহালবালুমহাল ও হাটবাজারের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা। ,
৬. সকল আশ্রয়ণ ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পউপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস গুগল ম্যাপে প্রদর্শন করা। ,
৭. সারা বছরব্যাপী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা এবং
৮. ভূমিহীনদের তালিকা প্রস্তুত করা এবং আশ্রয়ণ ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ণ।
৯. মোট ১৩৯৪, টি লিজ নথির মধ্যে সবগুলো নবায়ন সম্পন্ন করা।
১০. মোট দাবী ৫৫গ্রহণ করা। টাকা দাবীর শতভাগ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা -/০৬৯,১৫,
১১. অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলাসমূহ পরিচালনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
১২. ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র এর মাধ্যমে জাবেদা নকলের আবেদন গ্রহণ ও সরবরাহ নিশ্চিত করা।
১৩. অনলাইনে ই পর্চার মাধ্যমে নকলের আবেদন গ্রহণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা।
১৪. ছেঁড়া ফাটা ভলিউম বাধাই করা।
১৫. জেলা প্রশাসন কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দর্শনপরিদর্শন/।
১৬. সুষ্ঠুভাবে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা।
১৭. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর চালুকরন।
১৮. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সততা সংঘ সৃজন।
১৯. জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কার তদারকিকরণ।
২০. জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চচেয়ারসহ পাঠদান সামগ্রী সঠিকভাবে বিতরনসহ তদারকিকরণ ,।
২১. জেলা ইনোভেটিভ কার্যক্রমের শোকেছিং ও শ্রেষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান।।
২২. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালুকরণকৃত।
২৩. জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবন স্বাভাবিক রাখা;
২৪. কোভিড- ১৯ প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনাসমূহ ও জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ শতভাগ বাস্তবায়ন।
২৫. বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন: যৌন হয়রানি, নারী নির্যাতন, মাদক সেবন, চোরাচালান, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ ও নিরসনে কার্যক্রম গ্রহণ।
২৬. শিশুশ্রম বন্ধের লক্ষ্যে কারখানাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে নিয়মিত সভা আহ্বান।
২৭. নিষিদ্ধ পলিথিনমুক্ত নেত্রকোণা জেলা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট অভিযান অব্যাহত রাখা।
২৮. নেত্রকোণা জেলা পর্যায়েলা আয়োজন।টি কর্মশা ২সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমে কর্মকর্তাগনের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে
২৯. 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১'- এর জন্য নেত্রকোণা জেলা পর্যায়ের ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব প্রদান।
৩০. নেত্রকোণা জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বিষয়ে প্রশিক্ষন ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম চালুকরণ।
৩১. নেত্রকোণা জেলার সকল সরকারি দপ্তরের ওয়েব পোর্টালের তথ্য হাল নাগাদকরণ।
৩২. নেত্রকোণা জেলার শতভাগ সরকারি দপ্তরের আনুষ্ঠানিক সভাসমূহ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজন নিশ্চিতকরণ।

৩৩. জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মৃতি সংরক্ষণে নেত্রকোণায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নামক সংকলন প্রকাশের কার্যক্রম %৩৫ সম্পন্ন হয়েছে।
৩৪. মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত করা হয়েছে-৫০০ জনকে।
৩৫. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান সংরক্ষণ করা হয়েছে-০১টি
৩৬. মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে নেত্রকোণা জেলার প্রাণকেন্দ্র মোক্তারপাড়া মাঠ ও পুকুরের আশপাশের এলাকা নিয়ে শিক্ষাবিনোদন ও মুক্ত ,ক্রীড়া ,সাহিত্য , বুদ্ধিচর্চার অন্যতম নান্দনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু চত্বর নির্মাণ কাজ ৩০% সম্পন্ন হয়েছে।
৩৭. বঙ্গবন্ধুর প্রকাশিত তিনটি বই অনলাইনেভ্রাম্যমান লাইব্রেরির মাধ্যমে নেত্রকোণাবাসীর কাছে পৌঁছানো/ হয়েছে-৩৩৬ জনের কাছে।
৩৮. মুজিববর্ষ উপলক্ষে টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন১০০দিনের ১০০শিরোনামে 'শতবর্ষে শত অনুষ্ঠান'কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
৩৯. স্কুলে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ-২৪টি সম্পন্ন হয়েছে।
৪০. বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিব উইমেন্স কর্ণার স্থাপনের মাধ্যমে ১০০ জন নারীকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
৪১. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন-১৪৫টি
৪২. ডে-কেয়ার সেন্টার চালু কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪৩. মহিলা সহকর্মীদের জন্য সুবিধাজনক জায়গায় ওয়াশরুম স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪৪. নারী উন্নয়ন ফোরামের কার্যকর কমিটির সদস্যগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪৫. সার্টিফিকেট মামলা ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যারসকল সার্টিফিকেট মামলাকে সফটওয়্যার এর আওতায় আনা : হয়েছে।
৪৬. সিভিল স্যুট মনিটরিং সিস্টেমদেওয়ানি মামলা :র অগ্রগতি নিবিড় মনিটরিং এর জন্য সফটওয়্যার তৈরি করা করা হয়েৎছ।
৪৭. ফার্মেসী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার ইনস্টলেশন : খুব সহজে মেয়াদ উত্তীর্ণভেজাল এবং রেজিস্ট্রেশনবিহীন ঔষধ সনাক্তকরণের জন্য জেলার প্রত্যেকটি , ফার্মেসীকে উক্ত/ঔষধের দোকান সফটওয়্যারের আওতায় আনয়ন কার্যক্রম ১৫টি সম্পন্ন হয়েছে।
৪৮. ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর অনলাইন সনদ-প্রদান করার লক্ষ্যে সফটওয়্যার তৈরি কার্যক্রম ৬০% সম্পন্ন হয়েছে।
৪৯. পেন্ডিং লেটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-১০০% সম্পন্ন হয়েছে।
৫০. ইনথি- কার্যক্রম ৯০% চালু রয়েছে।
৫১. ইমোবাইল কোর্ট--১০০% চালু রয়েছে।
৫২. সার্কিট হাউস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফট্ওয়্যার তৈরি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।
৫৩. রিকুইজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফট্ওয়্যার তৈরি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।
৫৪. অনলাইন গণশুনানি ও গণশুনানি ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার তৈরি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।
৫৫. বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব উইমেন্স কর্ণার অ্যাপস তৈরি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।
৫৬. জেলার ১০০০ হেক্টর অনাবাদী পতিত/জমি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৭. সোলার লাইট ট্র্যাপ স্থাপন-১০টি সম্পন্ন হয়েছে।
৫৮. ধান মাড়াইয়ের জন্য Threshing Floor নির্মাণ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৫৯. ছাদবাগান চালু করা --০১টি সম্পন্ন হয়েছে।
৬০. নেত্রকোণা জেলায় শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন কার্যক্রম একটি উপজেলায় সম্পন্ন হয়েছে।
৬১. শিক্ষার মানন্নোয়নে শিক্ষকদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা-৭৬টি সম্পন্ন হয়েছে।
৬২. স্কুল পরিদর্শন-১৮টি
৬৩. প্রাইমারি স্কুলে ডিজিটাল হাজিরাচালু করা হয়েছে-১২৩টি স্কুলে
৬৪. বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থাসহ মৌসুমী ফুলের বাগান সৃজনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে-১০০%
৬৫. প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের দেয়ালে ছবি আঁকানীতিবাক্য লেখা ,-১০০%
৬৬. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা-১৩১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬৭. নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ ও মাতৃ মৃত্যুর হার রোধে সন্তান সম্ভাবা মায়েদের সেইভ বার্থ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে-৩৬ জন
৬৮. নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতের লক্ষ্যে সন্তান সম্ভাবা মায়েদের ডাটাবেজ তৈরি করা ও শিশুর জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৬৯. ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম চলমান রয়েছে
৭০. ৫০০ জন কৃষককে সরাসরি সার্বিক কৃষি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
৭১. তথ্য ও অভিযোগ শাখার মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে-১০০%
৭২. ১৭৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৭৩. প্রতিবেদন প্রকাশ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৭৪. স্কুল পর্যায়ে কোমলমতি শিশুদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন করা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য ২৩১টি সততা স্টোর চালু করা হয়েছে।
৭৫. দুর্নীতি বিরোধী গণশুনানি ২৪টি করা হয়েছে
৭৬. শেখ কামাল আইটি পার্কের বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় শিক্ষিত যুবক ও তরুণদেরকে প্রশিক্ষণ-২২৫ জন
৭৭. কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাপ্রোগ্রাম মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার মাধ্যমে কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ওরিয়েনটেশন , আয়োজন-৩৩০টি
৭৮. খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধসহ বিভিন্ন আইনের আওতায় মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম জোরদার করা-১০৭৩টি
৭৯. মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম জোরদার করা-৮৪টি
৮০. নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে রোড মার্কিংসাইনবোর্ড স্থাপন ,-৩৯৬টি
৮১. বিআরটিএ কর্তৃক ড্রাইভারদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ-২৫০ জন
৮২. নেত্রকোণা শহরের কেন্দ্রস্থলকে পরিষ্কার(আনন্দবাজার পর্যন্ত-জয়ের বাজার মোড়) পরিচ্ছন্নকরণ- কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৮৩. ওয়াকওয়ে নির্মাণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৮৪. ড্রেন তৈরি করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৮৫. ডাস্টবিন স্থাপন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৮৬. জয়ের বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮৭. নারী নির্যাতন সাংস্কৃতিক ও সুস্থ ,স্বাস্থ্য ,মাদকের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি ও শিক্ষা ,ধর্ষণ ,বিনোদনে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে জেলাজন ১২৪উপজেলায় / অ্যাম্বাসেডর তৈরি করা হয়েছে।
৮৮. সন্ত্রাসও মাদকের বিরুদ্ধে তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদ ,-০৬টি
৮৯. উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জমি অধিগ্রহণ-৯০% সম্পন্ন হয়েছে।
৯০. বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন-৪৯টি
৯১. প্রবীণরপ্রতিবন্ধী ও অটিজম সেবাপ্রার্থীদের অগ্রাধিকার স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কাউন্টা ,-০২টি
৯২. হুইল চেয়ার বিতরণ-৬১টি
৯৩. প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন-২৯টি
৯৪. প্রশিক্ষণওয়ার্কশপ আয়োজন করা/-১৫টি
৯৫. নেত্রকোণা জেলার ২টি উপজেলায় পর্যটনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন-৪৫%
৯৬. পর্যটন আকর্ষণের জন্য পুরাকীর্তি সংরক্ষণ(সংস্কার কেন্দুয়া উপজেলার রোয়াইলবাড়ি দূর্গ)-৪৩%
৯৭. ১৪,২৪০টি পরিবারেরসুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

১. জুডিসিয়াল মুন্সিখানা শাখার কার্যক্রম ও নাগরিক সেবাসমূহের তালিকা জেলা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ। নাগরিক সেবা প্রাপ্তিতে বিভিন্ন ফরমসহ সেবা প্রাপ্তির সার্বিক নির্দেশনাবলী জেলা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা।
২. ই-মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন।
৩. অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধিকরণ;
৪. ভুক্তভোগীদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করার লক্ষ্যে সরকারি আইন কর্মকর্তাগণের সাথে নিয়মিত সভার আয়োজন, প্রতিটি মামলার ফলোআপ গ্রহণ।
৫. দীর্ঘদিন যাবৎ বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মামলাসমূহ চিহ্নিত করে মামলার বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও বিজ্ঞ সরকারি আইন কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে মামলাসমূহ সংশ্লিষ্ট আদালতের দৃষ্টিগোচরে আনয়ন।
৬. জনগণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ সংশ্লিষ্ট মালিক সমিতিসমূহের সাথে নিয়মিত সভার আয়োজন।
৭. শিশু শ্রম বন্ধের লক্ষ্যে নিয়মিত কল-কারখানা পরিদর্শন করাসহ বেসরকারি এনজিওসমূহের সাথে সমন্বয় করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।
৮. আধুনিক ও উন্নত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করে দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব অর্জনে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
৯. দপ্তরের সকল উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসইকরণের লক্ষ্যে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ।
১০. সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে অনলাইনভিত্তিক কার্যকর সমন্বয় সাধন চলমান রয়েছে।
১১. ই-মোবাইল কোর্টের শতভাগ বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১২. ভূমি সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
১৩. ই-মিউটেশন শতভাগের লক্ষ্য বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান।
১৪. অব্যবহৃত সকল জমিকে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহারে জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
১৫. পর্যটন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও প্রচার এবং নতুন স্থাপনা নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
১৬. এছাড়া জেলা পর্যায়ে চূড়ান্তকৃত স্থানীয় অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা/সূচক বিষয়ক তথ্যসমূহ নিচে দেওয়া হলো:

স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক	সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রধান কর্মকান্ডসমূহ	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাঁধাসমূহ	বাঁধা উত্তরণে করণীয়সমূহ	সরকারি/বেসরকারি কোন কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠান করণীয় বিষয়ে প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত
শতভাগ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা	• জেন্ডারভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানো। • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। • তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া উপজেলাতে (হাওর), পাহাড়, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রাধান্য) শিক্ষা নিশ্চিতকরণ (প্রাথমিক, ঝড়ে পড়া ও উচ্চ শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি)। • বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচি। • উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার/ পরামর্শ সভার আয়োজন, শিক্ষা বৃত্তি প্রদান। • বিদ্যালয় গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করন।	• সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাব। • শিক্ষার মানসম্মত পরিবেশের অভাব। • সুনির্দিষ্ট প্রণোদনার স্বল্পতা। • দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী। • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে অনগ্রসর। • কারিগরি ও বিজ্ঞান প্রকৌশল শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া। • ভূ-প্রকৃতিগত বৈচিত্রতা। • শিক্ষকদের মোটিভেশন এর অভাব। • শিক্ষা বিষয়ে অভিভাবকদের অনাগ্রহ।	• অবকাঠামোগত উন্নয়ন। • শতভাগ নিরাপদ খাবার পানি ও জেন্ডারভিত্তিক পৃথক স্যানিটেশন ব্যবস্থা। • নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেটের ব্যবস্থা। • শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ও শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা। • শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের বিভিন্ন প্রকল্প (জেন্ডারভিত্তিক, বয়সভিত্তিক, এলাকার ভৌগলিক পরিবেশভিত্তিক)। • প্রণোদনার ব্যবস্থা করা (সমতা নয় , ন্যায়ের ভিত্তিতে)।	• জেলা প্রশাসন (ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ)। • উপজেলা প্রশাসন (ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ)। • জেলা শিক্ষা অফিস। • উপজেলা শিক্ষা অফিস। • শিক্ষা প্রকৌশল। • শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান। • এনজিও। • জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। • উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস।

৭। ই-গর্ভনেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম: (যদি থাকে):

ক্রম	উদ্ভাবনের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোর্ধ ২০০ শব্দ)	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থার নাম	বাস্তবায়ন শুরু/শুরুর সম্ভাব্য তারিখ	প্রত্যাশিত ফলাফল	উপকারভোগী	মন্তব্য
০১.	অনলাইন গণশুনানি ও গণশুনানি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার:- আধুনিক জনপ্রশাসনকে আরও গতিশীল ও জনমুখী করতে জনগণের সমস্যা নিয়ে জেলা প্রশাসক সরাসরি সেবাপ্রার্থীর সাক্ষাৎ করে থাকেন। এখন প্রতি বুধবার সরাসরি এবং উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে জেলা প্রশাসক জনগণের অভাব, অভিযোগ, আবেদন, নিবেদন শুনছেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয়সমূহ তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করে জনগণকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। http://publichearing.mowrpms.com	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।	০১.০৫.২০২১	ফলাফল ১. স্বল্প সময়ে সাহায্য প্রার্থীদের সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। ২. জেলার অসহায়, গরীব ও দুস্থদের পূর্নাঙ্গ তালিকা তৈরি করা সম্ভব হবে। ৩. সেবা প্রদানে দ্বৈততা প্রদান পরিহার করা সম্ভব হবে। ৪. প্রতি মাসের কি কি সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে তা সনাক্ত করা সম্ভব হবে। ৫. সেবা প্রার্থীর ডাটাবেস তৈরি হবে এবং কোন সেবা বেশী চাওয়া হচ্ছে তা সনাক্ত সম্ভব হবে। ৬. অফিস প্রধানের নিকট আবেদিত সাহায্য ও সহযোগিতার পরিমান পরিমাপ করা যাবে। ৭. সেবাকে শ্রেণিবিন্যাস করা সহজতর হবে।	-	পাইলটিং কার্যক্রম চলমান।
০২.	বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব উইমেন্স কর্ণার অ্যাপস:- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অসামান্য অবদান ও তাঁর স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন নেত্রকোনা কর্তৃক এ জেলার দুস্থ, অসহায় ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারীদের স্বাবলম্বী এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব উইমেন্স কর্ণার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাই যে কোনো নারী এই কর্ণারের মাধ্যমে সাহায্যের আবেদন করলে তা তাৎক্ষনিকভাবে সমাধান করা হয়। অবহেলিত নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে সেবা প্রদান করা হয়। http://bongomata.automateinfosys.com/login	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।	০৭.০৩.২০২১	ফলাফলঃ ১. নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি হবে। ২. দুস্থ, অসহায় ও স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করা যাবে। ৩. প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। ৪. নিরাপদ মাতৃসেবা সুনিশ্চিত করা যাবে। ৫. সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষ করে যৌন হয়রানি বন্ধ হবে। ৬. বাল্যবিবাহ নিরোধ হবে। ৭. নারীর শিক্ষা অর্জনের পথ সুগম হবে। ৮. লিঙ্গ বৈষম্য দূর হবে। ৯. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। ১০. লিগ্যাল এইড নিশ্চিত যাবে। ১১. অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য নারীদের সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। ১২. নারী উদ্যোক্তা সৃজন হবে। ১৩. ক্ষেত্র বিশেষে ফান্ড গঠনের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে। ১৪. সম্ভাব্য অন্যান্য ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা যাবে।	২৮	-
০৩.	সিভিল স্যুট মনিটরিং সিস্টেমস -: সরকারি স্বার্থ রক্ষায় দেওয়ানি মামলা পরিচালনায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, তদারকি জোরদারকরণ ও বিদ্যমান সমস্যাসমূহ উত্তরণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসন, নেত্রকোণা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সফটওয়্যার ভিত্তিক অনলাইন সিভিল স্যুট মনিটরিং সিস্টেম নামে একটি অনলাইন সিস্রেটম ডেভেলপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি বাস্তবায়িত হলে দেওয়অনি মামলার বিবরণ, কোন অফিসে কার নিকট পেন্ডিং আছে, মামলার পরবর্তী তারিখ, মামলার রায়, আপীল রিভিশন, উচ্চতর আদালতে মামলাটির এডভোকেট এর নাম সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হবে।	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।	০১.০৪.২০২১	ফলাফলঃ ১. দেওয়ানি মামলাগুলো নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হবে। ২. মামলার বিবরণ, কোন অফিসে কার নিকট পেন্ডিং আছে, মামলার পরবর্তী তারিখ, মামলার রায়, আপীল, রিভিশন, উচ্চতর আদালতে দায়িত্বপ্রাপ্ত	-	চলমান

	http://csms.mowrpms.com/login			অ্যাডভোকেট নামসহ বিস্তারিত তথ্য তাৎক্ষনিকভাবে জানা সম্ভব হবে।		
০৪.	ডেভেলপমেন্ট অব সার্টিফিকেট কেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে এটি একটি সরকারি প্রক্রিয়া। সরকারি পাওনা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলা রুজু করা হয়। সার্টিফিকেট মোকদ্দমা সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রস্তুত, তথ্য হালনাগাদকরণ, সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি সহজীকরণ, খাতকের হয়রানী রোধ, নোটিশ/ওয়ারেন্ট তামিল নিশ্চিতকরণ ও সরকারি পাওনা আদায়ের গতি বেগবান করাই এ সফটওয়্যার তৈরীর উদ্দেশ্য। বর্তমানে সনাতন পদ্ধতে করে থাকে। যার ফলে মামলার সঠিক তথ্য সময়মত না পাওয়ার কারণে মামলার জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে এসব জটিলতা দূর হবে এবং জনগণ উপকৃত হবে। www.certificate.automateinfosys.com	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।	০১.০৪.২০২১	ফলাফলঃ ১. প্রায় ২০ হাজার খাতক ও ২৫ টি দাবিদার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তিতে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে। ২. ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে দাবিদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মামলা তদারকির চাপ কমবে। ৩. কর্মঘণ্টা বাচঁবে ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ৪. ওয়ারেন্ট তামিল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষ করা যাবে। ৫. খাতকের হয়রানি কমবে।	-	চলমান
০৫.	পেন্ডিং লেটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস: প্রচলিত সিস্টেমে মন্ত্রণালয় ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ডাক যথাসময়ে আপলোড এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে না। এর ফলে সরকারী কাজে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে এবং মানসম্মত সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে,প্রচলিত সিস্টেমে টাইম ফ্রেম না থাকার জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর হতে আগত চিঠি সমূহের উত্তর সঠিক সময়ে প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে কার্যালয়ের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। তাই বর্তমানে প্রচলিত নথি কার্যক্রমে একটি পরিবর্তন সূচিত হওয়া সমীচিন।এই লক্ষ্যে পেন্ডিং নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অফিস প্রধান ডাক ডাউন করে দেওয়ার সময় একটা সময় নির্ধারন করে দিবেন, যাতে ঐ ডাকটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয়।	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।		প্রস্তাবিত পেন্ডিং নথি ব্যবস্থাপনার সুবিধা: ১. নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাব বা প্রতিবেদন প্রেরণ সম্ভব হবে। ২. গুরুত্বপূর্ণ পত্র বা নথির কার্যক্রম মনিটরিং করা সহজতর হবে। ৩. মিস ফাইলিং রোধ করা সম্ভব হবে। ৪. জনসেবা প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।		
০৬.	**খাস জমি গুগল ম্যাপে সংযুক্তকরণ** বর্তমান সময়ে সকল খাস পুকুর এবং ভিপি সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। সে সবজায়গা সম্পর্কে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাসহ অনেক লোকজনের জানা না থাকায় বেদখল হয়ে যাচ্ছে। সে সবজায়গায় যদি সাইন বোর্ড টানানো হয় এবং গুগল ম্যাপে সংযুক্ত করা হয় তবে সহজে লোকজন তা জানতে পারবে।	সহকারী কমিশনার, (ভূমি), কেন্দুয়া, নেত্রকোণা।	০২.০২.২০২১	ফলাফলঃ যে কেউ গুগল ম্যাপে প্রবেশ করে উক্ত স্থানের নাম/ নম্বর সার্চ করলে ম্যাপে উক্ত স্থান নির্দেশ করবে, এতে উক্ত সরকারী খাস ভূমি সহজে খুজে পাওয়া যাবে এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা সহজে সেখানে উপস্থিত হতে ও বাস্তব অবস্থা জানতে পারবে। এতে সরকারী সম্পত্তি বেদখলের হতে থেকে রক্ষা পাবে। এতে এক দিকে যেমন সরকারী জমির সরকারী দখল থাকবে অন্যদিকে সরকারী পুকুর এবং ভিপি সম্পত্তি লীজের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব বর্তমানের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে।	-	চলমান
০৭.	**বাজারে তৎক্ষণাৎ চান্দিনা ভিটি(সপ লাইসেন্স) নবায়ন:** চান্দিনা ভিটি (সপ লাইসেন্স) উপজেলা ভূমি অফিস থেকে প্রতি বছর নবায়ন করা হয়। এতে আবেদনকারী কর্তৃক আবেদন দাখিলের পর তদন্তের জন্য ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করতে হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে দখল সহসকল শর্ত মেনে থাকলে উক্ত ব্যক্তি পুনরায় এসে লাইসেন্স ফি জমাদিয়ে থাকেন এবং প্রায় ৭ দিন পর নবায়ন হলে পুনরায় উক্ত ব্যক্তিকে উপজেলা ভূমি অফিস থেকেন বায়নের রশিদ সংগ্রহ করতে হয়। এতে একজন ব্যক্তির সময়, টাকা ও পরিদর্শন অনেক বার হয়। এছাড়া দেখা যায় একেক সময়ে একেকজন আসে বিধায় সময়ের অপচয় হয়। অনেক সময় হয়রানির স্বীকার হওয়ায় অনেক ব্যক্তি লীজ নবায়ন করে না। এ ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি), সার্ভেয়ার, নাজির ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা বছরের ১দিন উক্ত বাজারের নথিসহ সংশ্লিষ্ট বাজারের নির্দিষ্ট স্থানে বসে যদি তৎক্ষণাৎ চান্দিনা ভিটি (সপ লাইসেন্স) নবায়ন করে দেওয়া হয় তবে সকলে সহজে সেবা পাবে।	সহকারী কমিশনার, (ভূমি), কেন্দুয়া, নেত্রকোণা।	০২.০২.২০২১	ফলাফলঃ এতে একজন ব্যক্তির সময়, টাকা ও পরিদর্শন একেবারে নাই বললেই চলে। এতে সকলে আগ্রহী হবে এবং প্রতিবছর সকল চান্দিনা ভিটির লীজ নবায়ন হবে এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।	-	চলমান

৮। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম (যদি থাকে):

১. গোপনীয় অনুবেদন ফরম এবং গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা ২০২০ সম্পর্কে ৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ ৩৩ জন কর্মকর্তাকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২. বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা হতে আগত ০৪জন কর্মকর্তাকে ৭-২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মেয়াদে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৩. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২১-২০২২ সম্পর্কে ৪ মে ২০২১ তারিখ ১৫জন কর্মকর্তাকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৪. জেলা প্রশাসনের আওতাধীন ১৭-২০তম গ্রেডের ৪৩জন কর্মচারীকে ৬-৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ মেয়াদে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৫. জেলা প্রশাসনের আওতাধীন ১৭-২০তম গ্রেডের ৫৫জন কর্মকর্তাকে ৭-৯ জুন ২০২১ মেয়াদে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৬. জেলা প্রশাসনের আওতাধীন ১৩-১৬তম গ্রেডের ৬০জন কর্মচারীকে ১৪-১৬ জুন ২০২১ মেয়াদে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৭. জেলা প্রশাসনের আওতাধীন ১৩-১৬তম গ্রেডের ০৭জন কর্মচারীকে আনুতোষিক ও অবসর ভাতা মঞ্জুরি প্রদান প্রদান করা হয়েছে।

৯। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-র আলোকে গৃহীত কার্যক্রম (তথ্য সরবরাতের মোট আবেদনের সংখ্যা, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা ইত্যাদি):

১.	ফরম 'ক' তে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা		:	১৭ টি
		তথ্য প্রদান করা হয়েছে	:	১৫ টি
		তথ্য প্রদান করা যায়নি	:	০২ টি (২ টি আবেদন তথ্য প্রদানের জন্য রাজস্ব শাখায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।)
		একটি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য বলা হয়েছে।	:	-
		অপরটি তথ্য অধিকার আইনের, ২০০৯ এর ধারা ৭ এর (ক), (চ) ও (ছ) এর বিধান মতে তথ্য প্রদান করা বারিত হয়েছে।	:	-
২.	তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা		:	০১ (একটি) টি।
				একটি আপিল আবেদনই নিষ্পত্তি হয়েছে।

১০। মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেযোগ্য কার্যক্রম (গণপূর্ত বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্প ব্যতীত):

১. মোহনগঞ্জ উপজেলায় শৈলজারঞ্জন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ-বাস্তবায়ন অগ্রগতি ,গণপূর্ত বিভাগ-বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ -৯৩%
২. উচিৎপুর পর্যটন সেন্টার কাম রেস্ট হাউজ নির্মোণ কাজ- বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ-গণপূর্ত বিভাগ, বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৯৭%
৩. রোয়াইল বাড়ি পুরাকীর্তি এলাকার ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন কাজ-বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ- উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেন্দুয়া, নেত্রোকাণা-বাস্তবায়ন অগ্রগতি-১০০%

১১। প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোন বিষয় (যদি থাকে): জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল স্থাপন ও সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প।

১২। বার্ষিক প্রতিবেদনে মুদ্রণের জন্য ছবি (যদি থাকে): ছবি সংযুক্ত।

"জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন ও সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প"

জাতির পিতার প্রতি হাজারো জনতার শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য নেত্রকোণা জেলায় বঙ্গবন্ধুর কোন দৃষ্টিনন্দন স্থায়ী ম্যুরাল নেই। নেত্রকোণা জেলার বর্তমান সুযোগ্য জেলা প্রশাসক কাজি মোঃ আবদুর রহমান মহোদয় যোগদানের পরপরই বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে নেত্রকোণা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে জাতির পিতার দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল স্থাপন ও সৌন্দর্য্যবর্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

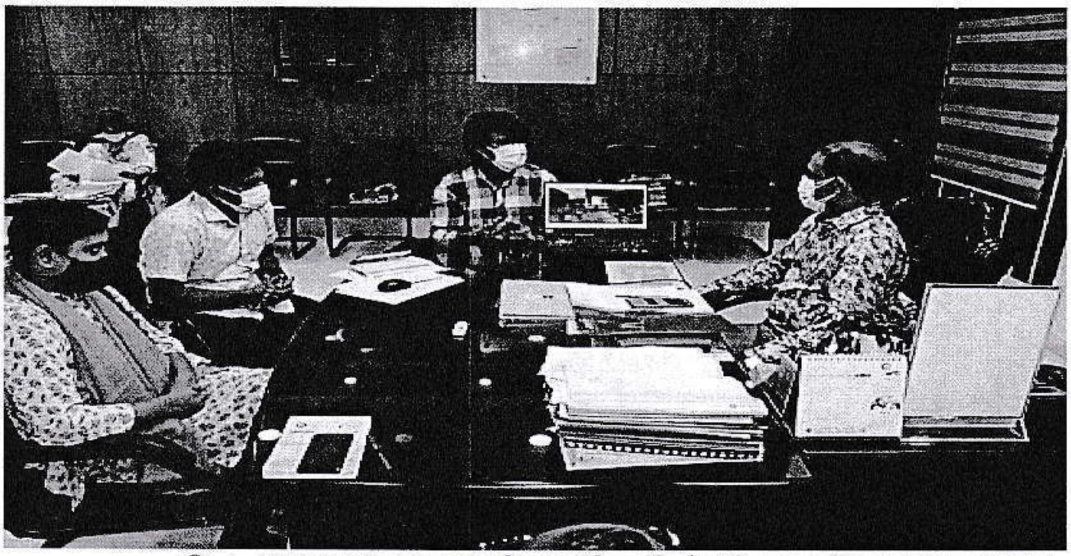

ছবি-০১: প্রকল্পের নকশা চূড়ান্তকরণের বিষয়ে স্থপতিদের নির্দেশনা দিচ্ছেন মাননীয় জেলা প্রশাসক মহোদয়

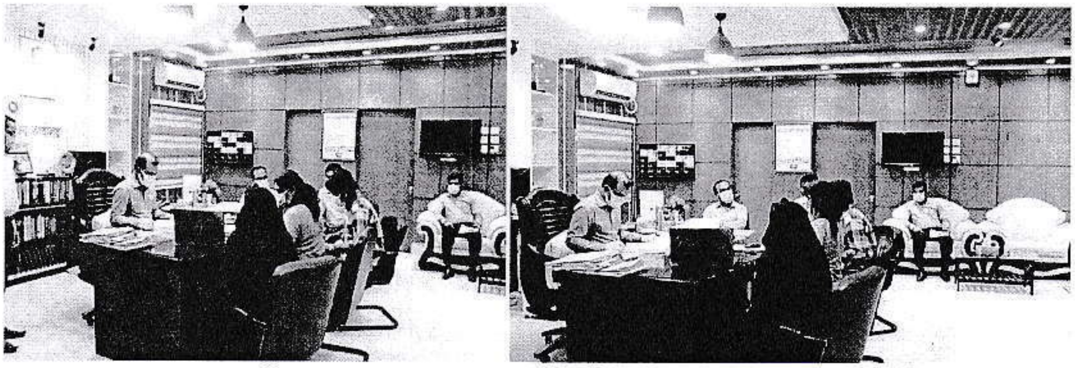

ছবি-০২ ও ০৩: প্রকল্প নকশার অগ্রগতির বিষয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়কে অবহিতকরণ।

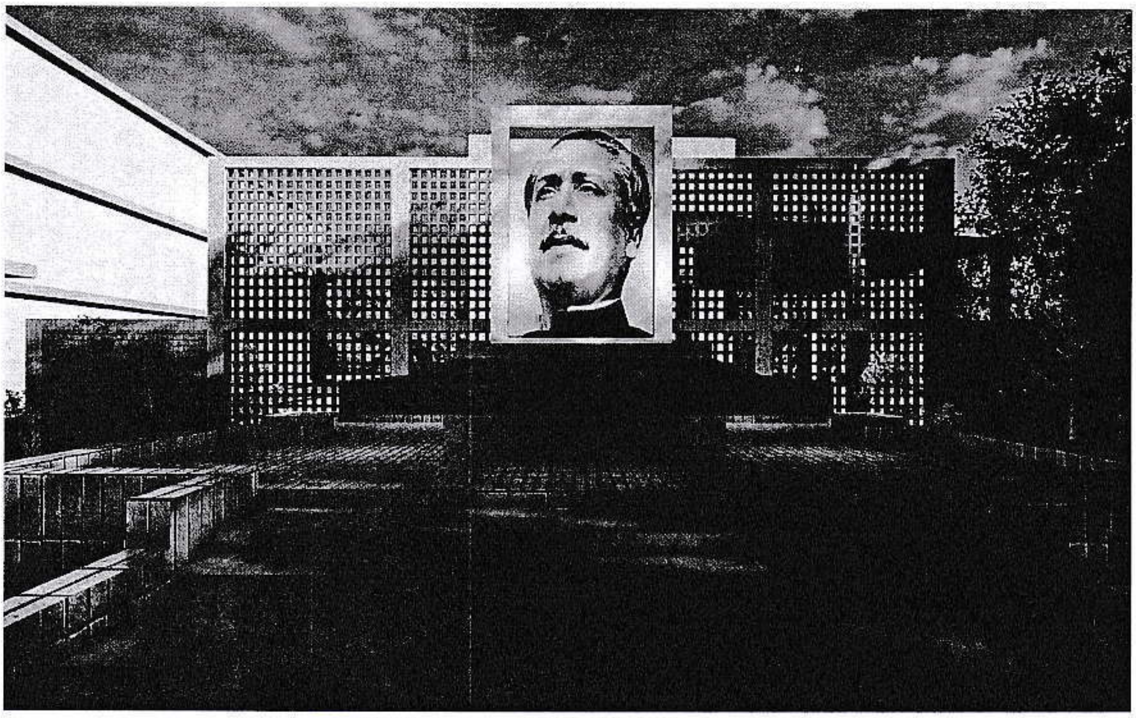

অনুমোদিত নকশায় জাতির পিতার ম্যুরালের ত্রিমাত্রিক ছবি

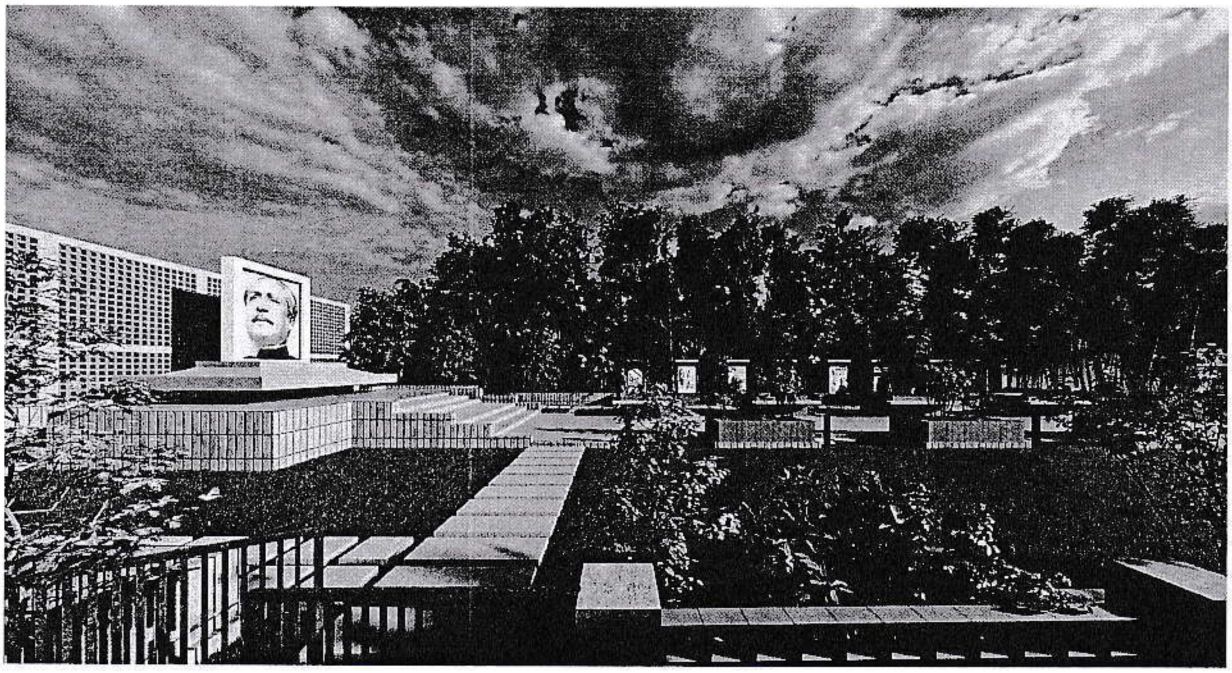

জাতির পিতার ম্যুরাল এবং প্রকল্প এলাকার ত্রিমাত্রিক স্থির চিত্র

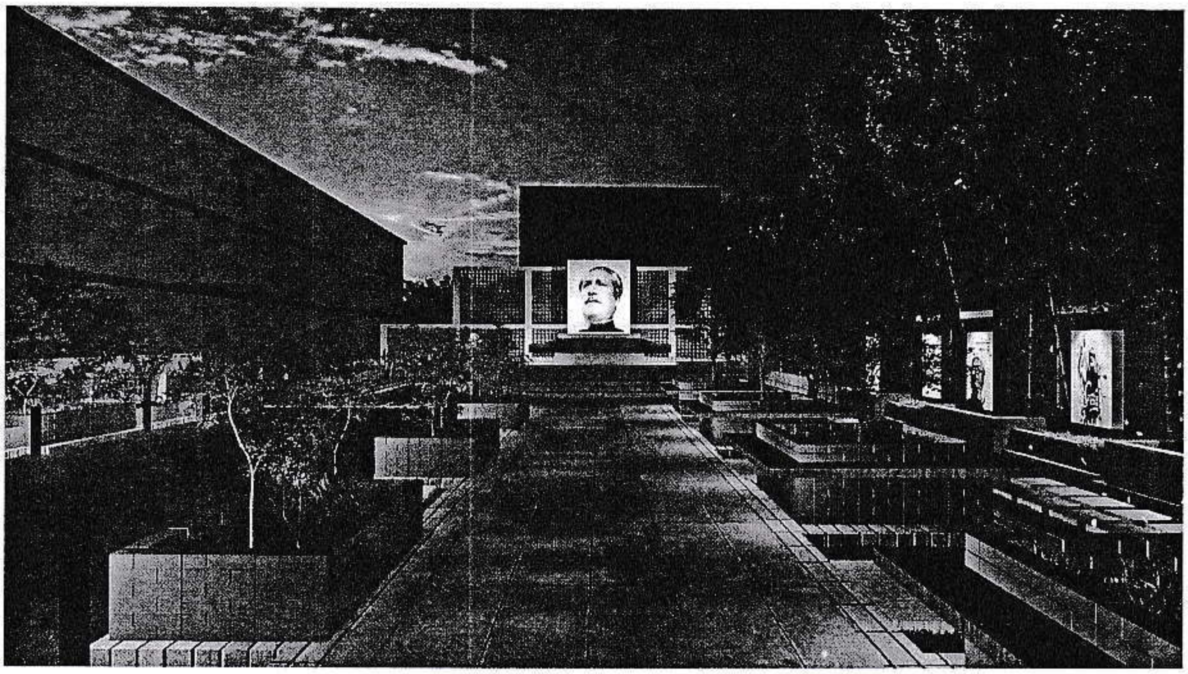

জাতির পিতার ম্যুরাল এবং প্রকল্প এলাকার রাত্রিকালীন ত্রিমাত্রিক স্থির চিত্র

"বঙ্গবন্ধু চত্বর প্রকল্প"

নেত্রকোনা শহরের প্রাণকেন্দ্র মোক্তারপাড়া মাঠ জাতির পিতার অনেক স্মৃতি বহন করছে। তারই ধারাবাহিকতায় চলমান মুজিববর্ষে ও স্বাধীনতার সুর্বনজয়ন্তীতে নেত্রকোনা জেলাকে অত্র জেলাবাসীর কাছে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, বাসযোগ্য "নৈসর্গিক নেত্রকোনা" উপহার দিতে নেত্রকোনা জেলা প্রশাসন বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে নেত্রকোনা শহরের মোক্তারপাড়া ও সংলগ্ন স্থানে নাগরিক সুবিধা সংবলিত "বঙ্গবন্ধু চত্বর" নির্মানের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। "বঙ্গবন্ধুচত্বর" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নেত্রকোনাবাসী জাতির পিতার স্মৃতিবিজড়িত এই স্থানে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করবে।

ছবি-০১: জেলা প্রশাসক কর্তৃক বঙ্গবন্ধু চত্বরের মাস্টার প্ল্যান সম্পর্কে বিভিন্ন দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীদের মতামত গ্রহণ।

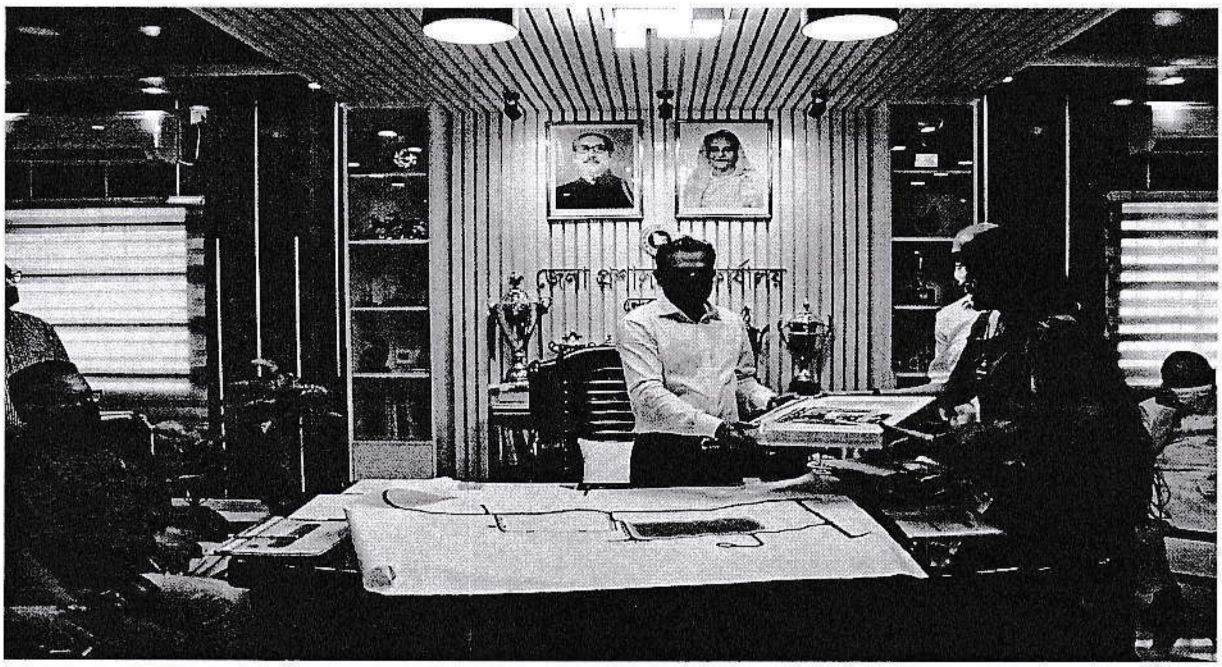

ছবি-০২: জেলা প্রশাসকের নিকট বঙ্গবন্ধু চত্বরের প্রধান পরিকল্পনা হস্তান্তর।

ছবি-০৩: বঙ্গবন্ধু চত্বরের প্রধান পরিকল্পনা সম্পর্কে জেলা প্রশাসক কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান।

ছবি-০৪: প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু চত্বরের প্রধান পরিকল্পনা উপস্থাপন।

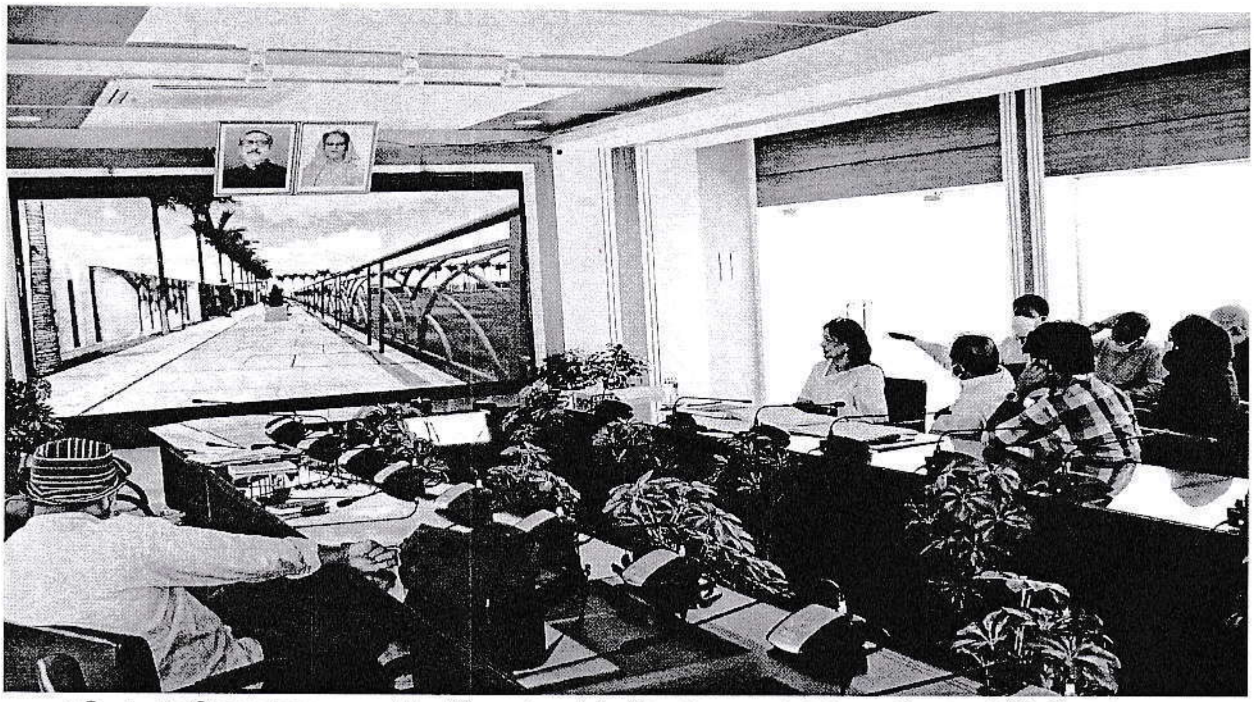

ছবি-০৫: প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু চত্বরের প্রধান পরিকল্পনা বড় পর্দায় উপস্থাপন ও জেলা প্রশাসন কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অসামান্য অবদান ও তাঁর স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন নেত্রকোণা কর্তৃক এ জেলার দুস্থ, অসহায় ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারীদের স্বাবলম্বী এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলেতুনেছা মুজিব ইউমেনস্ কর্ণার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ইউমেনস্ স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে। " NO women will be left behind in Netrokon"

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব উইমেন্স কর্নার উদ্বোধন

সরাসরি সাক্ষাৎ করতে হয় তাই সেবাপ্রার্থীর সময়, অর্থ ও শ্রম অপচয় হয়। একই ব্যক্তি বারবার সেবার জন্য আসেন। দূরদূরান্ত থেকে সেবাপ্রার্থী কম আসেন। কি ধরণের সাহায্য বা সমস্যার পরিমাণ বেশি তা চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। কোন ডাটাবেইস নাই। অন্য দপ্তরে পাঠানো সেবাপ্রার্থীদের ফিডব্যাকের কোন উপায় নাই। মাঝে মাঝে সঠিক সময়ে সেবা পাওয়া কঠিন হয়ে যায়।

ফলে অনলাইনে গণশুনানীর আয়োজন করা এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব যার জন্য একটি অনলাইন বেইসড সফটওয়্যার ও এপস ডেভেলপ করা যায়। তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান হওয়ায় ব্যাপক অবস্থার পরিবর্তন হবে। সময়, অর্থ, শ্রম সবই বাঁচবে। বর্তমানের চেয়ে ১০ গুণ সেবা প্রদান সম্ভব হবে। উক্ত অনলাইনে গণশুনানীর সফটওয়্যার ও এপস তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গনশুনানী

প্রতিবন্ধীদের সহায়তায় জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা মহোদয় কর্তৃক হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

ছবি-হুইল চেয়ার বিতরণ

মদন উপজেলার নায়েকপুর ইউনিয়নের পাঁচআলমশ্রী গ্রামের যাত্রাখালের পাড়ে মুক্তিযুদ্ধকালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাক বাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা আ: রাজ্জাক, পিতা মৃত নবী হোসেন, গ্রাম- আলমশ্রী, পো:- রাজদেওতলা, মদন, নেত্রকোণা এবং শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিকুর রহমান, গ্রাম- আলমশ্রী, পো:- রাজদেওতলা, মদন, নেত্রকোণা শহীদ হন। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সদয় নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত স্থানে একটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হবে। স্মৃতি সৌধের নক্সা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে তারা শ্রীঘ্রই কাজ শুরু করবেন।

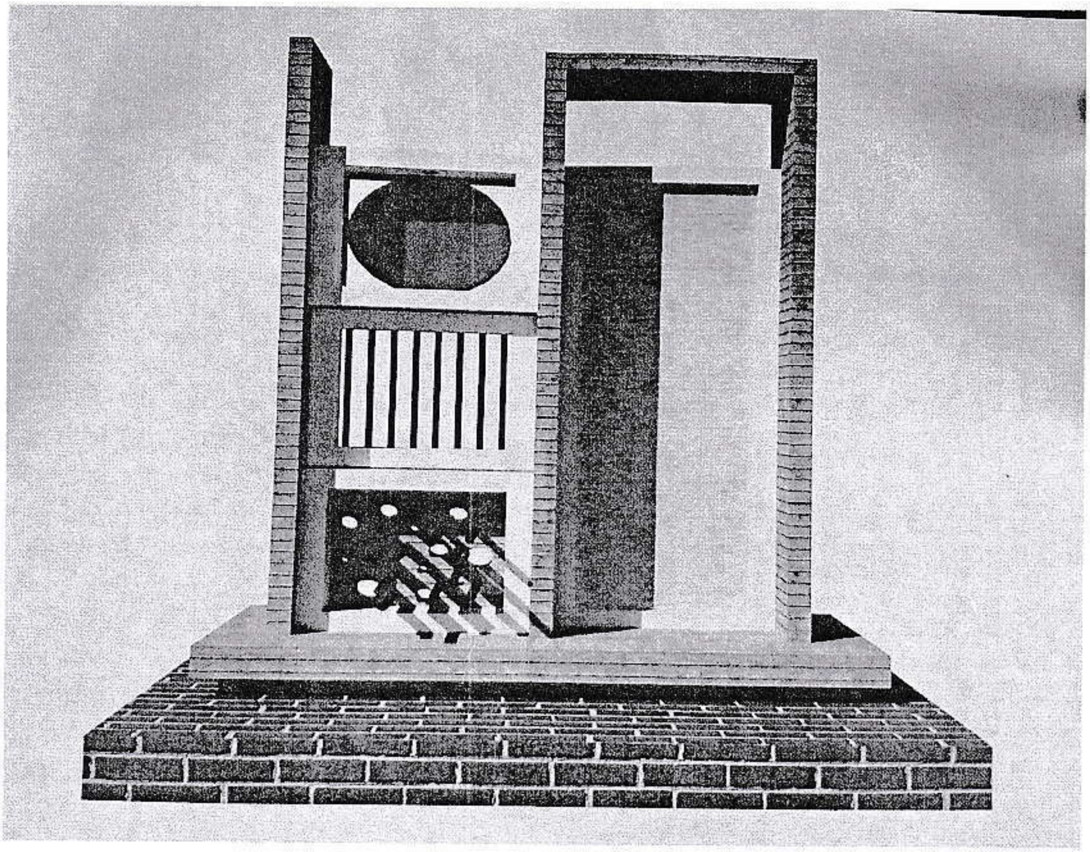

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত স্থান সংরক্ষণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'শতবর্ষে শত অনুষ্ঠান'

একটি আঙুলের ইশারায় একটি জাতির জন্ম,হাজার বছরের শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি-স্বপ্ন সত্য হয়েছে এক মহানায়কের কল্যাণে। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিববর্ষের ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'শতবর্ষে শত অনুষ্ঠান' শিরোনামে ১০০দিনের ১০০টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যতিক্রমী ও অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। নেত্রকোণা জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের শিশু-কিশোর, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিকসেবীদের অংশগ্রহণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এসব কর্মসূচি জেলা প্রশাসনের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজে (District Administration Netrokona)/ওয়েবপোর্টালে রেকর্ডেড ভার্সন অথবা লাইভ সম্প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গত ০৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে নেত্রকোণা জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, যুবক, তরুন, শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রায় ২০ হাজার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে উক্ত কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোস্তাফা জব্বার, মাননীয় মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। এছাড়া, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি, নেত্রকোণা জেলার মাননীয় সকল সংসদ সদস্য, বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ, উপাচার্য, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক যতীন সরকার, সরকারি কর্মকর্তা ও অন্যান বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী উক্ত অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

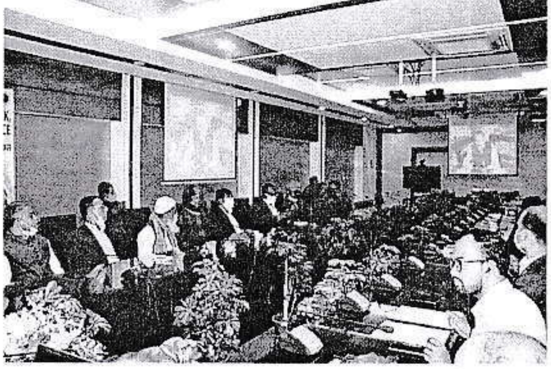
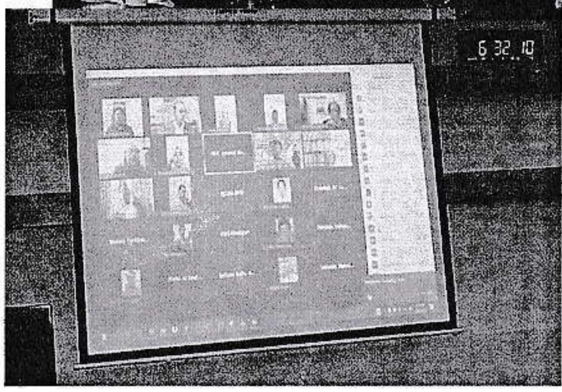

'শতবর্ষে শত অনুষ্ঠান' এর উদ্বোধন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনিমার্নের জন্য জাতির পিতা রচিত "অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা ও আমার দেখা নয়াচীন" এই তিনটি বই বিশ্বসাহিত্য ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরীতে ৩০কপি প্রদান করা হয়। এছাড়াও শতবর্ষের শত অনুষ্ঠানের গ্রন্থ সমালোচনা পর্বে জাতির পিতা রচিত ০৩টি গ্রন্থের ৯০ কপি প্রদান করা হয়, যা তরুন প্রজন্মের মাঝে জাতির পিতার স্বপ্ন ও আদর্শকে ধারণ ও লালন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

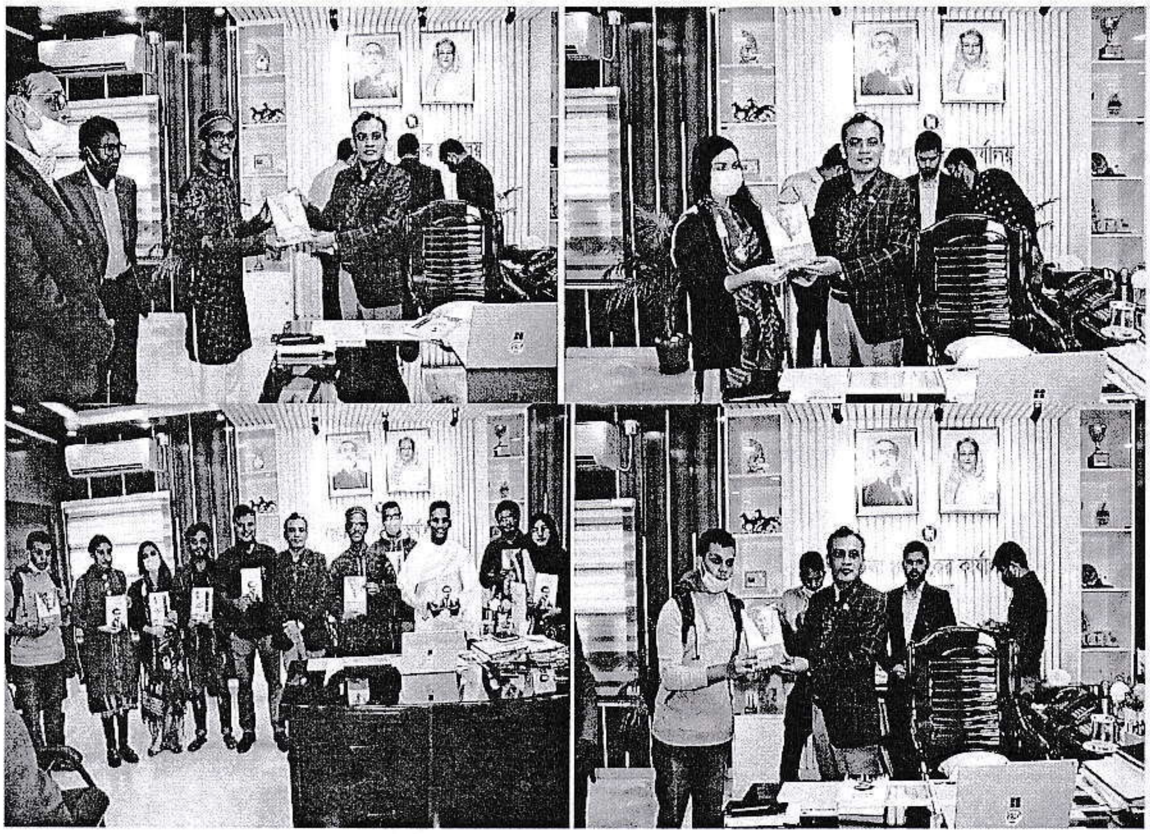

শতবর্ষের শত অনুষ্ঠানের বই বিতরণ

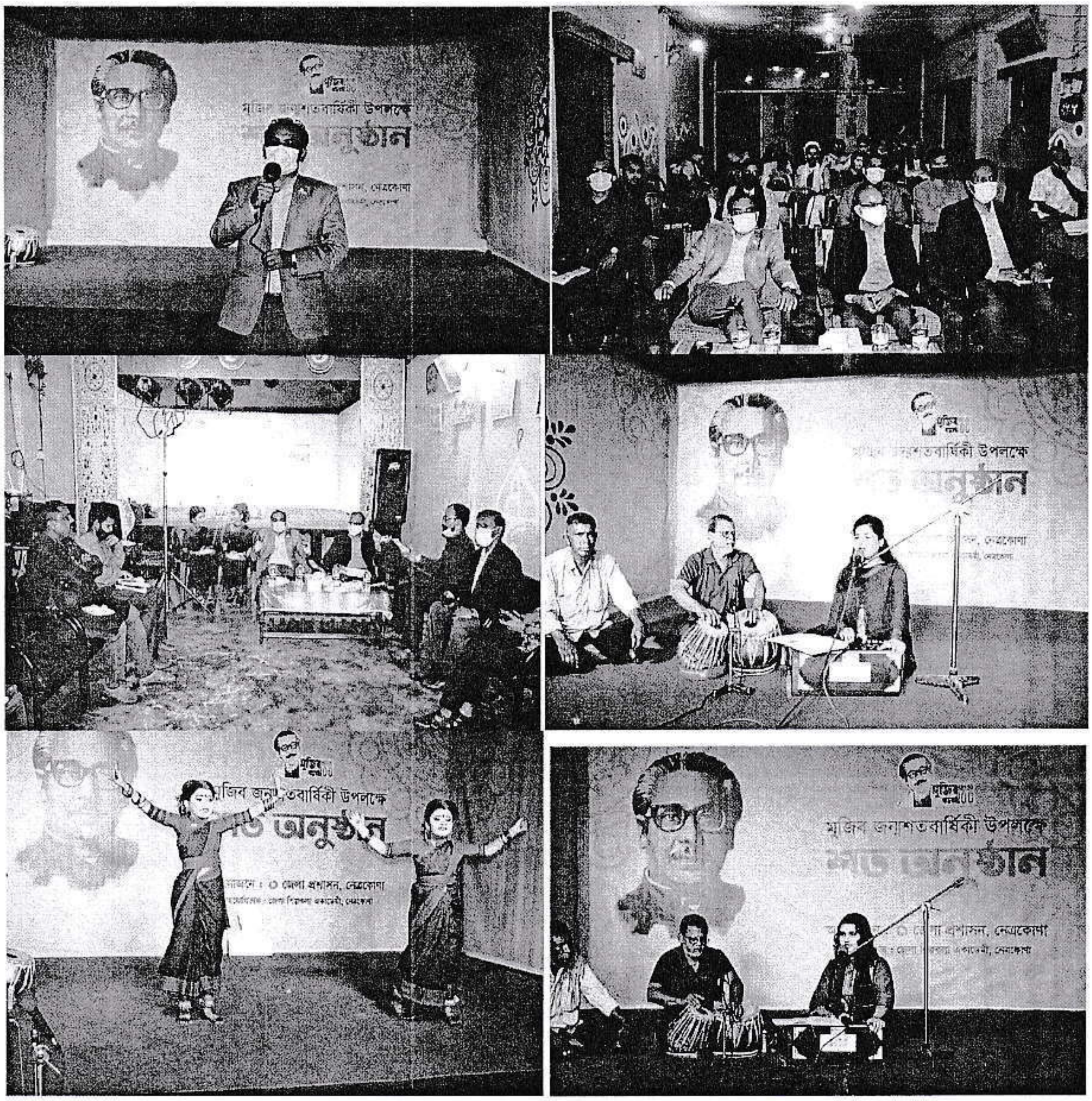

শতবর্ষে শত অনুষ্ঠান

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মোকাবেলায় জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এক লক্ষ মাস্ক বিতরণ করা হয়।

ছবি-কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নেত্রকোণা জেলায় ০১ লক্ষ মাস্ক বিতরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা "এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবেনা" অনুযায়ী জেলাপ্রশাসক কাজি মোঃ আবদুর রহমান এ জেলার প্রতিটি উপজেলায় অনাবাদি জমি চাষাবাদের আওতায় আনার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। খালিয়াজুরী উপজেলার ২৫০০ একর পতিত অনাবাদি জমিতে মিষ্টিকুমড়া, সরিষা, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, গম, ক্ষিরা, শাকসবজী, ভূট্টাবাম্পার ফলন হয়। হাওরে পতিত জমিতে চাষাবাদ একদিকে যেমন করোনাকালে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে অন্যদিকে সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে সহায়তা করছে।

ছবি-জেলা প্রশাসক কাজি মোঃ আবদুর রহমান খালিয়াজুরী হাওরে মিষ্টি কুমড়া চাষ পরিদর্শন ও নির্দেশনা প্রদান করছেন।

ছবি-জেলা প্রশাসক কাজি মোঃ আবদুর রহমান মিষ্টি কুমড়ার চাষ পরিদর্শন করছেন।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ বিতরণ

ছবি-মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ সহায়তা বিতরণ

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে শিল্পীদের অংশগ্রহণে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা করা হয়।

ছবি-জনসচেতনতামূলক প্রচারণা

বৈশ্বিক করোনা-অতিমারী এর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করে সংক্রমণ ও বিস্তারের ঝুঁকি কমিয়ে আনা যায়। মানব জাতির জন্য এই অতিমারী/ভাইরাসের সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধ এ ভাইরাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ "করোনা প্রতিরোধ স্থায়ী প্রচার কেন্দ্র" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাধ্যমে জনগণকে আতংকিত না হয়ে সচেতন হয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার জন্য লিফলেট, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হচ্ছে।

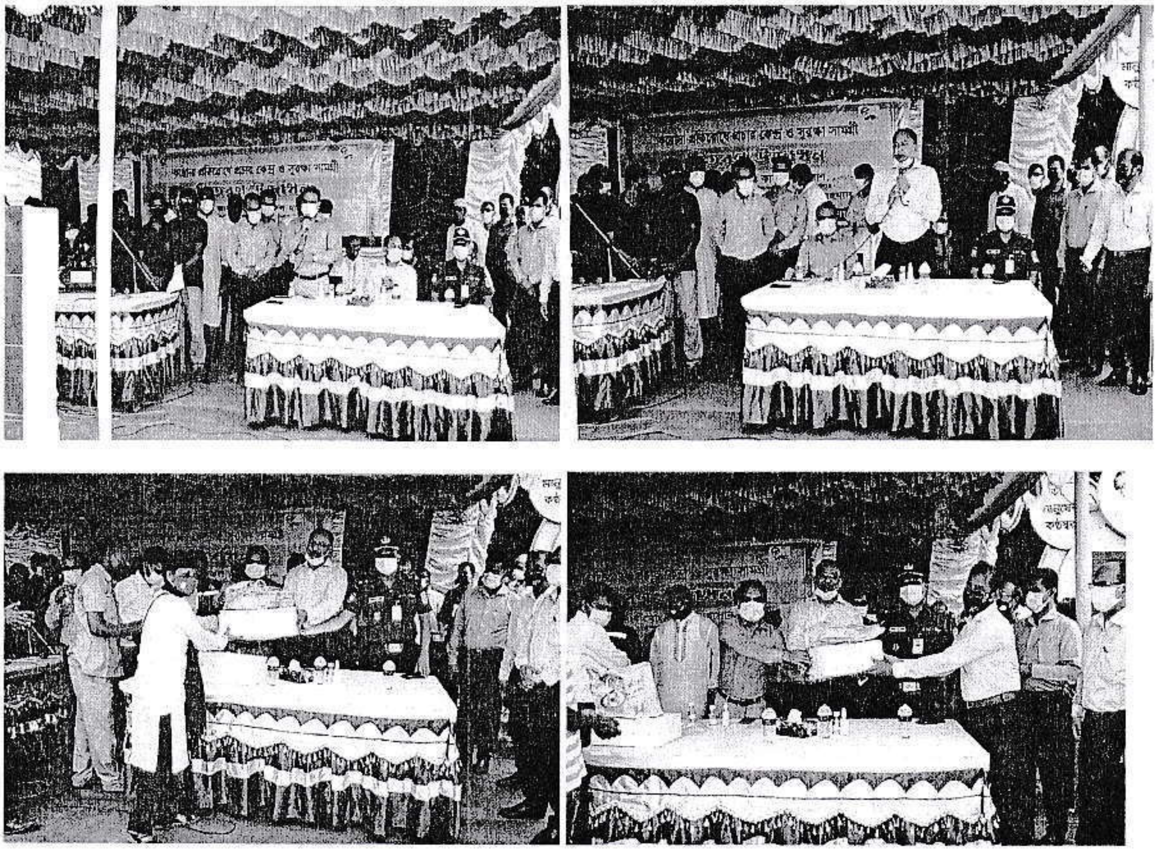

ছবি-"করোনা প্রতিরোধ স্থায়ী প্রচার কেন্দ্র" উদ্বোধন এবং মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ

জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা মহোদয় কর্তৃক ছাদ বাগান পরিদর্শন করা হয়।

ছবি-ছাদ বাগান

আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত ঘর জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা মহোদয় কর্তৃক পরিদর্শন

ছবি- আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত ঘর

জেলা প্রশাসন, নেত্রকোণার উদ্যোগে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নেজারত শাখার পার্শ্বে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে যেখানে জেলা প্রশাসনে কর্মরত ও সেবা প্রত্যাশী নারীদের সন্তানদের অফিস চলাকালীন সময়ে লালন-পালনের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া মায়েরা এখানে সন্তানদের ব্রেস্ট ফিডিং করাতে পারবেন।

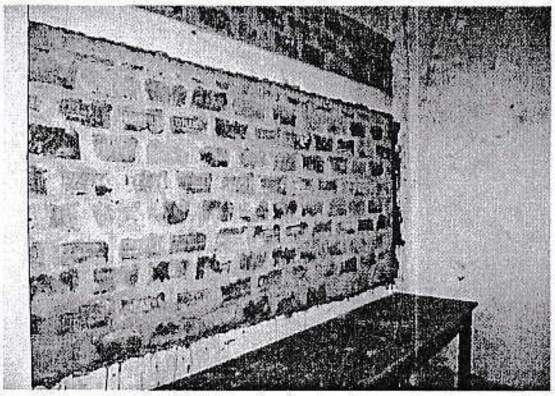

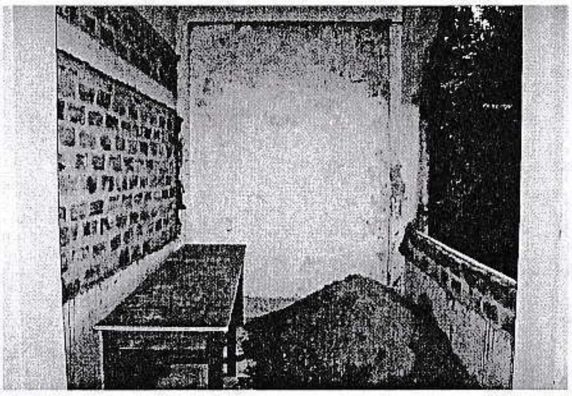

"ডে-কেয়ার সেন্টার"

জেলা প্রশাসন নেত্রকোণার উদ্যোগে নারীর সুস্বাস্থ্য ও ফ্রেশনেস নিশ্চিতে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে "উইমেন্স ওয়াশ ব্লক" স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে যেখানে নারীরা স্যানিটাইজেশনে আধুনিক সুবিধা প্রাপ্ত হবেন এবং প্রার্থনা ঘরে প্রার্থনা করার সুযোগ পাবেন। এ ওয়াশ ব্লক নারীর হেলথ সেফটি নিশ্চিতে ভূমিকা রাখবে।

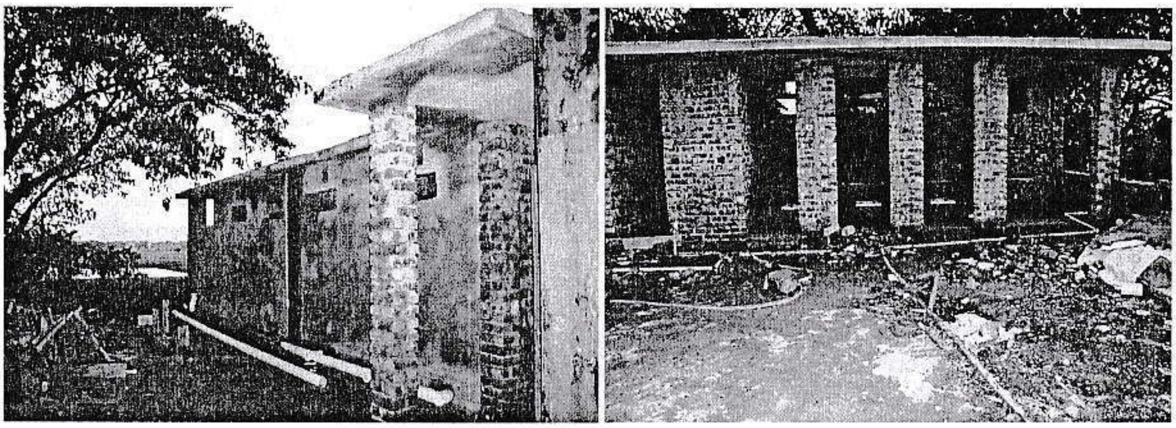

"উইমেন্স ওয়াশ ব্লক"